১১৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষায় স্পুনফিডিং

শিক্ষা এখন ব্যবসায়ের বিষয়। নানাভাবেই এ ব্যবসা চলছে। এর সব কিছুই আপত্তিজনক বা ক্ষতিকর এমনও না। যেমন শিক্ষার উপকরণ বা বইপত্র নিয়ে ব্যবসা সব সময়ই একটি প্রতিষ্ঠিত বৈধ ব্যবসা। ব্যবসার পাশাপাশি এর একটা সেবামূল্যও দীর্ঘকাল থেকেই স্বীকৃত। তবে বৈধ বিষয়কে অবৈধ করে তোলার জোর প্রবণতার এ যুগে প্রকাশনা ব্যবসাকেও উদ্বেগের কারণে পরিণত করা হয়েছে। ব্যাপারটা ঘটছে নোট বই বা গাইড বই-এর ব্যবসা উপলক্ষ করে। ঢাকা ও সংলগ্ন এলাকার সাম্প্রতিক এ জরিপে নোট বই আর গাইড বই-এর ক্ষতিকর প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। আর ক্ষতিকর এ ব্যবসার অনেকটাই বেআইনী। ফলে, এ ব্যাপারে একটা কিছু ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে স্পুনফিডিং-এর কোন অবকাশ নাই। যার ফলে এক সময় নোট জাতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখনও সে নিষেধ আংশিকভাবে বলবৎ আছে। বিদ্যালয়ের নিচের শ্রেণীর দিকের শিক্ষার্থীদের জন্যে নোট প্রকাশ করা যাবে না। যে পর্যায়ে নোট বই বের করা চলবে তার জন্যেও টেকস্টবুক বোর্ডের অনুমতি লাগবে। অর্থাৎ মান বজায় রাখার ব্যবস্থা আইনে রাখা হয়েছে। এ আইন মানা হচ্ছে না। অনুমতি ছাড়াই ঢালাও ব্যবসা চলছে নোট বই আর গাইড বই নিয়ে। জরিপে দেখা গেছে, এর ফলে শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরাও স্বীকার করছে এতে ক্ষতি হয়। তবু তারা এসব নোট আর গাইড আঁকড়ে আছে এ জন্যে যে, এতে কম পড়তে হয়। পরিণতি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

এসব নোট আর গাইডের প্রকাশকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মনে করেন, যে বই বাজারে কাটে, তাই প্রকাশ করতে হবে। এ নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। কথাটি মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপূরক শোনালেও উদ্বেগের কারণ উড়িয়ে দেয়া যায় না। উদ্বেগ আমাদের আছে এবং থাকাই দরকার। কেননা, মুক্তবাজারকেও আইনের শাসন মানতে হয়। তাই আইনে যা নিষিদ্ধ তা করে পয়সা কামানোর অধিকার কাউকে দেয়া যায় না। সর্বোপরি শিক্ষার মানের ওপর গোটা জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এখানে অবৈধ ব্যবসা চালানোর প্রশ্ন আসতে পারে না। রঙচঙে প্রচ্ছদ শোভিত নোট আর গাইড বই দিয়ে কেবল কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরই প্রতারিত করা হচ্ছে না। প্রতারিত করা হচ্ছে গোটা জাতিকে। গোটা ব্যাপারটাকে এভাবে গ্রহণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য এ জাতীয় অবৈধ এবং নিম্নমানের প্রকাশনা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তবে এতেই লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যাবে, এমন মনে করারও কারণ নেই। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের মান বাড়ানোর ওপর জোর দেয়া জরুরী। নোট বই আর গাইড বই-এর বালাই দূর হলে শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের ওপর এমনিতেই একটা জোর পড়বে। সে সঙ্গে শিক্ষা প্রশাসন তৎপর হলে শিক্ষার মান বাড়ানো কঠিন থাকবে না। অননুমোদিত যাবতীয় প্রকাশনার প্রচার অবিলম্বে বন্ধ করা এবং অনুমোদিত প্রকাশনার মান সযত্নে যাচাই করা জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। আমরা বিষয়টির প্রতি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

শেষ করার আগে আবারও বলতে চাই, শিক্ষার পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় স্পুনফিডিং-এর কোন অবকাশ নেই এবং থাকতেও পারে না। নোট বই, গাইড বই-এর অবৈধ ব্যবসা তাই বন্ধ করতেই হবে।